বন অধিদপ্তর
এবং
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এর মধ্যে

সমঝোতা স্মারক

ভূমিকা ঃ বন অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল প্রকার বন ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বন ভূমি রক্ষা ছাড়াও বনায়নের মাধ্যমে বনজ দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করাও বন অধিদপ্তরের কাজ। বন ভূমি সহ বনজ সম্পদ রক্ষা ও বনজ সম্পদ উন্নয়নের জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বনায়নের পাশাপাশি অন্যান্য কাজও বাস্তবায়ন করতে হয়। যার মধ্যে পূর্ত কাজ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বন অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন বন বিভাগে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং সহকারী বন সংরক্ষকের বাসভবন/অফিস সহ অন্যান্য পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। বন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করে এ সমস্ত পূর্ত কাজের নকশা, ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ সমস্ত কারিগরি কাজ বাস্তবায়নে কাজের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিতকল্পে মাঠ পর্যায়ে কারিগরি জনবল কর্তৃক বাস্তবায়ন কাজ নিবিড়ভাবে তদারকি হওয়া একান্ত অপরিহার্য। বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন লোকবল অপ্রতুল।

অপর পক্ষে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি গ্রামীণ অবকাঠামো (রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার, স্কুল, সেচ নালা, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ইত্যাদি) নির্মাণের পাশাপাশি শহরাঞ্চলেও পয়ঃনিষ্কাশন, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, সড়ক বাতি, কমিউনিটি শিক্ষা, ফ্লাই ওভার নির্মাণ ইত্যাদি ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু এলজিইডি দেশের অভ্যন্তরে বিশেষ করে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই বন অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন বন বিভাগে যে সকল নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে তার গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিতকল্পে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ কারিগরি জনবল কর্তৃক নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য এলজিইডি'র উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারে।

উপরে বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য পূর্ত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সুনিশ্চিতকল্পে এলজিইডি এর সহযোগীতা আবশ্যক।

বন অধিদপ্তর ও এলজিইডি উভয়ের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এ সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হল।

সমঝোতা স্মারক

এ সমঝোতা স্মারক অদ্য ২০০৮ইং সালের নভেম্বর মাসের ০৫ তারিখে নিম্নলিখিত পক্ষগণের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো। এ সমঝোতা স্মারকটিতে বন অধিদপ্তর ১ম পক্ষ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ২য় পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হবে। বন অধিদপ্তর একটি সরকারী সংস্থা এবং এ স্মারক স্বাক্ষরে প্রতিনিধিত্ব করেন বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক জনাব *এ কে এম শামসুদ্দীন।*

এবং

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এখানে এলজিইডি নামে অভিহিত হবে) একটি সরকারী সংস্থা এবং এ স্মারক স্বাক্ষরে প্রতিনিধিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব *মোঃ নুরুল ইসলাম* ।

(১) সহযোগীতার ক্ষেত্র ঃ

বন অধিদপ্তর এবং এলজিইডি এ সমঝোতা স্মারকের আওতায় একযোগে কাজ করবে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবেঃ

ক) বন অধিদপ্তরের আওতাধীন পূর্ত কাজ বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়ন;

খ) এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তার ধারে বনায়ন;

গ) দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ;

ঘ) মাটি ও পানির গুণাগুণ বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ ও গবেষণায় সহযোগীতা প্রদান;

ঙ) তথ্য ও প্রকাশনা বিনিময়।

(২) সমঝোতা স্মারকের মেয়াদকাল ঃ

এ সমঝোতা স্মারকের মেয়াদকাল MOUটি স্বাক্ষরের তারিখ হতে প্রাথমিকভাবে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।

(৩) বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব ঃ

ক) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি-১৬ মোতাবেক বন অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় পূর্ত কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও ওয়ার্ক প্ল্যান, জমির লোকেশন ম্যাপসহ তফসিল উল্লেখপূর্বক নির্মাণ কাজের বিবরণ অর্থবছরের শুরুতেই এলজিইডি-কে অবহিত করবে।

খ) বন অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ এলজিইডিকে বন অধিদপ্তরের আওতাধীন পূর্তকাজ বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবে।

গ) বন অধিদপ্তর পূর্ত কাজের জন্য এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী বরাবর ফান্ড প্রদান করবে যা হতে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করবে।

ঘ) বন অধিদপ্তর পূর্ত ও অন্যান্য কাজের প্রাক্কলিত মূল্যের উপর ২% (শতকরা দুই ভাগ) প্রফেশনাল ফি বাবদ অর্থ এলজিইডিকে প্রদান করবে। তবে জুন ০৯ এর মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্পের পূর্ত কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ফি এলজিইডিকে প্রদান করতে হবে না।

ঙ) বন অধিদপ্তর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তার ধারে বনায়ন কার্যক্রমে কারিগরি পরামর্শ ও বাস্তবায়নে সহযোগীতা প্রদান করবে এবং বাগানের সম্পৃক্ত উপকারভোগীগণকে এলজিইডি কর্তৃক প্রদানকৃত প্রশিক্ষণে বন অধিদপ্তর প্রশিক্ষক প্রেরণ করবে। প্রশিক্ষণের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে বন অধিদপ্তর এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মীবৃন্দকে বনায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে আমন্ত্রণ জানাবে।

চ) বন অধিদপ্তর বনায়ন সংক্রান্ত প্রকাশনার কপি এলজিইডিকে সরবরাহ করবে।

(৪) এলজিইডির দায়িত্ব ঃ

ক) এলজিইডি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি-৭ অনুযায়ী দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি এবং বিধি-৮ অনুযায়ী দরপত্র মুল্যায়ণ কমিটি গঠন করবে। দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও দরপত্র মুল্যায়ণ কমিটিতে বন অধিদপ্তরের ১ (এক) জন করে প্রতিনিধি থাকবে।

খ) এলজিইডি পূর্ত কাজ বাস্তবায়নে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ করে দরপত্র আহবান করবে। বন বিভাগের সাথে আলোচনাপূর্বক এলজিইডি উপকূলীয় (কোস্টাল) এবং অনুপকূলীয় (নন-কোস্টাল) এলাকার জন্য আলাদা আলাদা পূর্ত কাজের নকশা, ডিজাইন, প্রাক্কলন, দরপত্র দলিল প্রণয়ন, প্রচার, গ্রহণ ইত্যাদি প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পাদন করবে। এ সকল বিষয়ে বন অধিদপ্তরকে সার্বক্ষণিকভাবে অবহিত রাখবে এবং প্রয়োজনে বন বিভাগ হতে অনুমোদন গ্রহণ করবে।

গ) এলজিইডি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ণ সম্পন্ন করে বিধি ১০২ অনুসরণ করে ঠিকাচুক্তি সম্পন্নের পর নকশা, ডিজাইন ও প্রাক্কলনসহ সম্পাদিত ঠিকাচুক্তির ১ (এক) প্রস্ত বন অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবে।

ঘ) বাস্তবায়ন কাজ মাঠ পর্যায়ে নিবিড়ভাবে তদারকিতে এলজিইডি কারিগরি জনবল নিযুক্ত করবে। এলজিইডি বাস্তবায়ন কাজের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিতকল্পে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

ঙ) নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে যদি নকশা, ডিজাইন ও প্রাক্কলনে কোন সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জন এর প্রয়োজন পড়ে তবে সেক্ষেত্রে এলজিইডি তাৎক্ষণিকভাবে উহা বন অধিদপ্তর-কে অবহিত করবে এবং উভয়ের সম্মতিক্রমে তা সংশোধন করে তার (সংশোধিত নক্সা, ডিজাইন ও প্রাক্কলনের) ১ (এক) প্রস্থ বন অধিদপ্তরকে সরবরাহ করবে। অনুমোদিত সংশোধিত নকশা, ডিজাইন ও প্রাক্কলন অনুযায়ী পূর্ত কাজ বাস্তবায়িত হবে।

চ) এলজিইডি ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করা হবে এবং প্রচলিত নিয়মানুযায়ী টেস্ট ফি কর্তন করা হবে, যা ঠিকাদার বহন করবে মর্মে ঠিকাচুক্তিতে শর্তারোপ করা হবে ।

ছ) বাস্তবায়ন কাজ তদারকিতে নিয়োজিত এলজিইডি'র কারিগরি জনবল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ সরজমিনে পরিদর্শনের পর সন্তোষজনক বিবেচিত হলে সম্পাদিত প্রকৃত কাজের ভিত্তিতে ঠিকাদারের সম্পাদিত কাজের বিল প্রত্যয়ন করে উহা এলজিইডি সরকারী আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিশোধ করবে এবং উহা বন অধিদপ্তর-কে অবহিত করবে। এলজিইডি কর্তৃক কাজের বিল প্রদানের ক্ষেত্রে Final Bill প্রদানের পূর্বে বন বিভাগের সাথে আলোচনা করতে হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের Performance Security Release করার পূর্বে বন বিভাগের নিকট হতে প্রত্যায়ন পত্র গ্রহণ করতে হবে।

জ) এলজিইডি Contract Management (Time, Quality & Cost Control) এর ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন কাজ তদারকিতে নিয়োজিত এলজিইডি'র কারিগরি জনবলের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঝ) বাস্তবায়ন কাজের ভৌত অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রণয়নপূর্বক এলজিইডি বন অধিদপ্তরকে অবহিত করবে।

ঞ) বন অধিদপ্তরের আওতায় এলজিইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত পূর্ত কাজের অডিটের বিষয়ে যাবতীয় নথি সংরক্ষণসহ অডিট আপত্তি নিস্পত্তির জন্য এলজিইডি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ট) দু'টি অধিদপ্তরের মধ্যে সহযোগীতার ক্ষেত্রসমূহ সম্প্রসারণ, জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বন অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্টদেরকে সভা, সেমিনার বা কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

ঠ) এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তার ধারে বনায়ন কার্যক্রমের বিবরণ এলজিইডি অর্থবছরের শুরুতে বন অধিদপ্তরকে অবহিত করবে।

ড) বন অধিদপ্তর ও এলজিইডি উভয় অধিদপ্তর পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে একে অপরকে সহযোগীতা প্রদান করবে।

(৫) মতদ্বৈততা নিরসন ঃ

কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে কোন মতদ্বৈততা সৃষ্টি হলে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর ও প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করবেন।

(৬) সমঝোতা স্মারক সংশোধন ঃ

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে চুক্তিটি পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাবে।

বন অধিদপ্তরের পক্ষে-

(এ কে এম শামসুদ্দীন)
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর
শেরেবাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
(১ম পক্ষ)

এলজিইডি'র পক্ষে-

(মোঃ নুরুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি
শেরেবাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
(২য় পক্ষ)